The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

An Analysis of the Adbhuta Rasa in the Vishwarupa-darshana Yoga of the Srimad Bhagavad Gita

Mayna Lokshman
Student, Department of Sanskrit, Jadavpur University, Kolkata, West Bengal

DOI: *https://doi.org/10.70798/tgjct/010400017*

Abstract

শব্দ ও অর্থ নিয়ে গঠিত কাব্যরূপ শরীরের আত্মা হল রস। তাই রস হল কাব্যের মুখ্য বিষয়। রস বিহীন কোনো সাহিত্য হতে পারে না। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে আলংকারিকগণ ছয় প্রকার প্রস্থানের কথা বলেছেন। তার মধ্যে প্রথম হল রস প্রস্থান। এই রস প্রস্থানের আদি প্রবক্তা হলেন ভরতমুনি। তার মতে, "न हि रसादृते कश्चिदप्यर्थः प्रवर्तते।" অর্থাৎ, রস ছাড়া কোনো অর্থ প্রবর্তিত হয় না। লৌকিক জগতের কার্য, কারণ ও সহকারিভাব কাব্যে ও নাটকে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবরূপে প্রতীত হয়। এই বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সংযোগে স্থায়িভাব রসত্ব প্রাপ্ত হয়। ভরতাচার্য আট প্রকার রস স্বীকার করেছেন। এই আট প্রকার রসের মধ্যে অন্যতম হল অদ্ভুত রস। অদ্ভুত রসের স্থায়িভাব হল বিস্ময়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশতম অধ্যায় বিশ্বরূপদর্শনযোগ হল অদ্ভুতরসের এক অনন্য উদাহরণ। এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক ও দিব্যরূপ দেখে অর্জুন অভিভূত হয়ে যায় ও তার মনে স্থায়িভাব বিস্ময় সৃষ্টি হয় সেখান থেকে অদ্ভুত রস উৎপন্ন হয়। অদ্ভুতরস ও ভক্তির সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় এই অধ্যায়ে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিশ্বরূপদর্শনযোগে রসতত্ত্বের ভিত্তিতে অদ্ভুতরসের উৎপত্তি ও গুরুত্ব পর্যালোচনা করাই হল এই গবেষণা প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

Keywords: *Vishwarupa-darshana Yoga, Adbhuta Rasa, Bibhava, Anubhava, Vyabhicharibhava & Kind-hearted*

Introduction

"न हि रसादृते कश्चिदप्यर्थः प्रवर्तते।" অর্থাৎ, রস ছাড়া কোনো অর্থ প্রবর্তিত হয় না। সাহিত্যের প্রধান বিষয় হল রস। রস ধাতুর সঙ্গে অচ্-প্রত্যয় যোগে রস শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। রস শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল- **"रस्यते इति रसः"** অর্থাৎ, যা আস্বাদনযোগ্য তাই হল রস। এই রস আস্বাদন করেন সহৃদয়, যার কাব্য অনুশীলন বা অভ্যাসবশত মন অন্য সমস্ত বিষয় দূরীভূত হয়ে কবির অনুভূতির সঙ্গে নিজের অনুভূতি একাত্ম হয়ে যায় তিনি হলেন সহৃদয়- "येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशाद्विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीयतन्मयीभवनयोग्यता ते सहृदयसंवादभाजः सहृदयाः।" তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে- **"रसो वै सः"** অর্থাৎ, যা আনন্দদায়ক তাই হল রস। কোনো কাব্য পাঠ করে আমরা তখনই আনন্দ লাভ করি যখন সেটির মূলরস উপলব্ধি করি। রসকে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর বলা হয়। ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে যেমন আনন্দ হয় তেমনই রসাস্বাদনে পরমানন্দ অনুভূত হয়। এই আনন্দ হল লোকোত্তর আনন্দ। সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে কাব্যকে মনুষ্য শরীরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই কাব্যরূপ শরীরের আত্মা হল রস। সংস্কৃত আলংকারিকগণ ছয় প্রকার প্রস্থানের কথা বলেছেন তার মধ্যে প্রথম রস প্রস্থান। এই রসপ্রস্থানের আদি প্রবক্তা হলেন ভরতমুনি। পরবর্তীকালে আনন্দবর্ধনাচার্য, অভিনবগুপ্ত, বিশ্বনাথ, জগন্নাথ প্রমুখ আলংকারিকগণ কাব্যের আত্মারূপে রসকে স্বীকার করেছেন। ভরতাচার্য রচিত নাট্যশাস্ত্র হল অলংকারশাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রন্থ। ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রের নাটকোৎপত্তি নামক প্রথমাধ্যায়ে অথর্ববেদ থেকে রস সংগ্রহের কথা বলেছেন-

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

जग्राह पाठ्यमृग्वेदात् सामेभ्यो गीतमेव च।

यजुर्वेदादभिनयान् रसानाथर्वनादपि॥

তিনি নাট্যরসকে লৌকিক রসের সঙ্গে তুলনা করেছেন। খাদ্যরসিকের কাছে যেমন রসযুক্ত খাবার আস্বাদযোগ্য তেমনই সহৃদয়ের কাছে কাব্যরস আস্বাদনযোগ্য।

यथा बहुद्रव्ययुतैर्व्यञ्जनैर्बहुभिर्युतम्।

आस्वादयन्ति भक्तं भुञ्जाना भक्तविदो जनाः॥

भावाभिनयसंयुक्ताः स्थायिभावांस्तथा बुधाः।

आस्वादयन्ति मनसा तस्मान्नाट्यरसाः स्मृताः॥

অর্থাৎ, যেমন খাদ্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ বহু উপকরণ ও ব্যঞ্জনমিশ্রিত খাবার খেতে খেতে রস আস্বাদন করেন তেমনই পণ্ডিতগণ ভাব ও অভিনয়যুক্ত স্থায়িভাব আস্বাদন করেন মনে মনে।

ভরত মুনি রসসূত্রে বলেছেন- **"विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः।"** অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সংযোগে রসের নিষ্পত্তি হয়। নিষ্পত্তি পদটির অর্থ নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। যেমন ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ, শ্রীশঙ্কুকের অনুমিতিবাদ, ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ, অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ। লৌকিক জগতের কার্য, কারণ ও সহকারিভাব কাব্যে ও নাটকে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবরূপে প্রতীত হয়। বিভাব দুই প্রকার- আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব। যে বস্তুকে অবলম্বন করে রস উৎপন্ন হয় তা হল আলম্বন বিভাব। আর পারিপার্শ্বিক যে অবস্থাসমুহ রস উৎপন্নের প্রতি অনুকূল হয় তা উদ্দীপন বিভাব। যে ভাবগুলি বিভাবের দ্বারা সৃষ্ট স্থায়িভাবকে দর্শক বা সহৃদয়ের কাছে বোধগম্য করে তোলে তা হল অনুভাব। যে ভাবসমূহ রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবকে পরিপুষ্টি দান করে তা হল ব্যভিচারিভাব। এই বিভাব প্রভৃতির দ্বারা ব্যক্ত স্থায়িভাবকে রস বলা হয় –

कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च

रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययोः।
विभावा अनुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः

व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः॥

ভরতাচার্য শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত - এই আট প্রকার রস স্বীকার করেছেন-

शृङ्गारहास्यकरुणा रौद्रवीरभयानकाः।

बीभत्साद्भुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः॥

যথাক্রমে এই আট প্রকার রসের স্থায়িভাবসমূহ হল রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়-

रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा।

जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः॥

এছাড়াও নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা প্রভৃতি তেত্রিশটি ব্যভিচারিভাব ও স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি আট প্রকার সাত্ত্বিকভাবের কথা বলেছেন। যে চঞ্চল ভাব সমূহ স্থায়িভাব আস্বাদন সময়ে চিত্তকে আনন্দিত করে রসকে পরিপুষ্টি দান করে সেগুলিকে ব্যভিচারিভাব ও সাত্ত্বিকভাব বলা হয়। আট প্রকার রসের মধ্যে অন্যতম রস হল অদ্ভুতরস। অদ্ভুত শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল যা লৌকিক বস্ত বা ঘটনা থেকে আলাদা বিস্ময়কর ও আশ্চর্যের বিষয়। রস শব্দের অর্থ হল আস্বাদন করা। কোনো দিব্য দর্শন, ঈপ্সিত বস্তুলাভ প্রভৃতি বিষয় থেকে সহৃদয় যে রস আস্বাদন করে তাই হল অদ্ভুতরস।

यत्त्वतिशयार्थयुक्तं वाक्यं शीलं च कर्म रूपं च।

एभिस्त्वर्थविशेषै रसोऽद्भुतो नाम विज्ञेयः॥

অর্থাৎ, যেখানে অতিশয় অর্থযুক্ত বাক্য, কর্ম, চরিত্র ও রূপের আতিশয্য দেখা যায় সেখানে অদ্ভুত রস হয়। এই অদ্ভুতরসের স্থায়িভাব হল বিস্ময়। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সংযোগবশত স্থায়িভাব বিস্ময় থেকে অদ্ভুতরসের সৃষ্টি হয়। সাহিত্যের অনেক বিষয়ে আমরা অদ্ভুতরসের প্রসঙ্গ পাই, যেমন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

Objectives

শাস্ত্রে আছে প্রয়োজন ছাড়া মন্দ ব্যক্তিও প্রবর্তিত হয় না। তাই আমরা যে কাজই করি না কেন তার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যক। আমার এই গবেষণা প্রবন্ধ রচনার মুখ্য উদ্দেশ্যসমূহ হল- সহৃদয় পাঠকদের শ্রীমদ্ভগবদগীতা পাঠে আগ্রহী ও আকর্ষিত করার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করা ও এই সংসার থেকে মুক্তির পথ দেখানো, এছাড়াও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিশ্বরূপদর্শনযোগে অদ্ভুতরসের ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক দিক বিশ্লেষণ করা, অদ্ভুত রসের গুরুত্ব আলোচনা এবং অদ্ভুতরসের সঙ্গে ভক্তির সমন্বয় প্রতিপাদন।

Methodology

গবেষণা প্রবন্ধের অনেক রকমের কার্যপ্রণালী রয়েছে, যেমন – তুলনামূলক কার্যপ্রণালী, বিবৃতিমূলক কার্যপ্রণালী, আলোচনাত্মক কার্যপ্রণালী, সামান্য অধ্যয়নমূলক কার্যপ্রণালী প্রভৃতি। আমার এই গবেষণা প্রবন্ধে আলোচনাত্মক কার্যপ্রণালী অবলম্বন করা হয়েছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণীই হল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে প্রিয়জনদের দেখে অর্জুন যুদ্ধ থেকে বিরত হলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা হল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে দেওয়া উপদেশ সমগ্র মানবজাতির জীবনের পথনির্দেশ করে। ব্যাসদেব রচিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে অষ্টাদশ অধ্যায় ও সাতশত শ্লোক রয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সর্বদা স্বধর্ম পালন ও নিরাসক্ত হয়ে কর্ম করার কথা বলে। **"स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।"** এখানে ধর্ম বলতে কর্মের কথা বলা হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে সকল শাস্ত্রের সার রয়েছে।বর্তমান সময়ে মানসিক চিন্তায় ও অবসাদে জর্জরিত মানুষদের মুক্তির পথ দেখায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যেমন একটি দার্শনিক গ্রন্থ ও ধর্মগ্রন্থ তেমনই সাহিত্যগুণ ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। যেমন বিশ্বরূপদর্শনযোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত ও আশ্চর্যময় বর্ণনা অদ্ভুত রসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অষ্টাদশাধ্যায়ী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশতম অধ্যায় বিশ্বরূপদর্শনযোগে অদ্ভুতরসবিষয়ে পর্যালোচনার মাধ্যমে পাঠকদের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠে আগ্রহী করা ও রস আস্বাদন করা বা লোকোত্তর আনন্দ প্রাপ্তি হল এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পরতে পরতে জীবনদর্শন আলোচিত হলেও এটি সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থ। যে বিষয়গুলি সাহিত্যকে অলংকৃত করে তার মধ্যে মুখ্য বা প্রধান হল রস। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে আমরা আটপ্রকার রসের কথা পাই তবে কোনো কোনো আলংকারিক নবম রস হিসেবে শান্তরসকে স্বীকার করেছেন। এই আটপ্রকার রসের মধ্যে অন্যতম দৈব অদ্ভুত রসের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশতম অধ্যায় বিশ্বরূপদর্শনযোগে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায় বিভূতিযোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভূতিসমূহ শ্রবণ করার পর অর্জুন সেগুলি প্রত্যক্ষ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপদর্শন করালেন। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের শরীরের মধ্যে নানা বর্ণ ও আকৃতিযুক্ত শত শত সহস্র সহস্র দিব্য স্বরূপ, অষ্টবসু প্রভৃতি সকল দেবদেবীগণ ও একত্রে সমগ্র বিশ্ব দর্শন করতে বললেন অর্জুনকে। কিন্তু অর্জুন স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখতে অসমর্থ হলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করলেন। সেই দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে দেখলেন অনেক মুখ, অনেক নেত্র ও অদ্ভুত আকৃতি, দিব্য মাল্য ও বস্ত্রের দ্বারা সজ্জিত, সহস্র সূর্যের ন্যায় প্রভা এবং অবিভক্ত পুরো বিশ্ব। এই অলৌকিক স্বরূপ দর্শন করে বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হয়ে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীরে দর্শনীয় বিষয় বর্ণনা করতে করতে তাকে নানাভাবে প্রশংসা করছেন, প্রণাম জানাচ্ছেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতো দিব্য পুরুষের সাথে এইরকম আচরণ করেছে বলে ক্ষমা প্রার্থনা করছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক ও দিব্যরূপ দেখে অর্জুন অভিভূত হয়ে যায় ও তার মনে স্থায়িভাব বিস্ময় সৃষ্টি হয় সেখান থেকে অদ্ভুত রস উৎপন্ন হয়- **"अथाद्भुतो नाम विस्मयस्थायिभावात्मकः।"** অদ্ভুত রস দুই প্রকার – দিব্য, আনন্দোত্থ। এখানে দিব্য অদ্ভুত রস হয়েছে।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

যাকে কেন্দ্র করে রস উৎপন্ন হয় তা হল বিভাব। অদ্ভুত রস সৃষ্টিতে বিভাব হল– **"स च दिव्यदर्शनेप्सितमनोरथावाप्त्युत्तमभवनदेवकुलाभिगमनसभाविमानमायेन्द्रजालसाधनादिभिर्विभावैरुत्पद्यते।"** অর্থাৎ, দিব্য বিষয়ের দর্শনপ্রাপ্তি, কাঙ্ক্ষিত বস্তুলাভ, দেবতার মন্দিরে যাওয়া, মায়া, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি বিভাবাদির দ্বারা অদ্ভুত রস উৎপন্ন হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিশ্বরূপদর্শনযোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে অনেক মুখ, নেত্র, অদ্ভুত দর্শন, অনেক দিব্য আভরণ ও আয়ুধ, দিব্য মাল্য, বস্ত্র ও গন্ধানুলেপনে ভূষিত, সহস্র সূর্যের ন্যায় প্রভা, অবিভক্ত সমগ্র জগৎ সমন্বিত আশ্চর্যময় ও দিব্য রূপ দেখে অর্জুনের মনে সৃষ্ট স্থায়িভাব বিস্ময় উৎপন্ন হয়েছে। তাই এই শ্লোকগুলিকে বিভাবের উদাহরণ বলা যেতে পারে। যেমন-

अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम्।
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्।

অর্থাৎ, বহু মুখ ও নেত্রযুক্ত, বহু দিব্য ভূষণবিশিষ্ট, অনেক দিব্য আয়ুধে ভূষিত অনেক অদ্ভুত দর্শনযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ।

दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्।
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्॥

অর্থাৎ, দিব্য মাল্য, গন্ধ, অনুলেপনযুক্ত আশ্চর্যময়, অনন্ত বিশাল রূপকে দেখলেন অর্জুন।

दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता।
यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः॥

অর্থাৎ, আকাশে উত্থিত সহস্র সূর্যের প্রভার ন্যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা।

तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा।
अपश्यद्देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा॥

অর্থাৎ, তখন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের শরীরে নানাভাবে বিভক্ত জগৎকে একসাথে দেখলেন।

এছাড়াও এই অধ্যায়ের অনেক শ্লোকে আশ্চর্যময় বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে যেগুলি বিভাবের অন্তর্গত। বিভাবের পরে যে কার্যগুলির মাধ্যমে স্থায়িভাবকে চেনা যায় তা হল অনুভাব। অদ্ভুতরসের ক্ষেত্রে অনুভাব হল– **"तस्य नयनविस्तारानिमिषप्रेक्षणरोमोञ्चाश्रुस्वेदहर्ष-साधुवादप्रदानप्रवन्ध-हाहाकारकरवाहुवदनचेलाङ्गुलिभ्रमणादिभिरनुभावैरभिनयः प्रयोक्तव्यः।"** অর্থাৎ, নয়নের বিস্তার, এক দৃষ্টিতে তাকানো, অশ্রু, ঘর্ম, আনন্দ, প্রশংসা করা, দান করা, হাহাকার করা, হাত, বাহু, অঙ্গুলি প্রভৃতির সঞ্চালন হল অনুভাব।

ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः।
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत॥

অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে নানা বর্ণ আকৃতি শত শত সহস্র সহস্র দিব্য রূপ, সকল দেবতা ঋষি ও প্রাণীসমুহ এককথায় বিভিন্নভাবে বিভক্ত সমগ্র বিশ্ব একসাথে দেখে বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হয়ে হাতজোড় করে প্রণাম জানালেন এবং নানাভাবে প্রশংসা করতে লাগলেন।

এই অলৌকিক ও আশ্চর্যময় রূপ দেখে অর্জুনের বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হওয়া এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা করা হল অনুভাব। কারণ এই ভাবগুলি বিভাব উৎপন্ন হওয়ার সাথে সাথেই সহৃদয় বা দর্শকের কাছে বোধগম্য হয়।

सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति।
अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि॥
यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु।
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्॥

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

এই দুটি শ্লোকে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব বিষয়ে না জেনে প্রমাদহেতু কৃষ্ণ, সখা, যাদব বলে সম্বোধন করেছে এবং বিহার, শয়ন, ভোজনসময়ে সবার সামনে অসম্মান করেছে তার জন্য অনুশোচনা করছে ও ক্ষমা প্রার্থনা করছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি করা আচরনের জন্য অর্জুনের অনুশোচনা, ক্ষমা প্রার্থনাকে অনুভাব বলতে পারি।

কেবল বিভাব ও অনুভাবের দ্বারা রস পূর্ণতা লাভ করে না, ব্যভিচারিভাবসমূহের দ্বারা রসের আস্বাদন পরিপূর্ণ হয়। অশ্রু, স্বেদ, স্তম্ভ, গদগদভাব, রোমাঞ্চ, আবেগ, সম্ভ্রম, জড়তা, প্রলয় প্রভৃতি অদ্ভুত রসের ব্যভিচারিভাব –

"व्यभिचारिभावाश्चास्य अश्रुस्तम्भस्वेदगगदरोमाञ्चावेगसम्भ्रमजडताप्रलयादयः।"

শ্রীমভগবদ্গীতার বিশ্বরূপদর্শনযোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে অদ্ভুতভাবে বিশ্বচরাচরকে দেখে অর্জুনের চিত্তে ভয়, রোমাঞ্চ, স্তম্ভ প্রভৃতি যে চঞ্চল ভাবসমূহ সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলিকে ব্যভিচারিভাব বলতে পারি। এই ব্যভিচারিভাবসমূহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সহৃদয়দের বিশ্বরূপদর্শনযোগে স্থায়িভাব বিস্ময়কে পরিপুষ্টি দান করে সহৃদয়দের অদ্ভুতরস আস্বাদনে সহায়তা করে।

नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्।
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो॥

অর্থাৎ, অর্জুন বলছেন- হে বিষ্ণু, আমি তোমার আকাশস্পর্শী, দীপ্তিযুক্ত, অনেক বর্ণবিশিষ্ট ও প্রকাশমান বিশাল নেত্র দেখে ধৈর্য ধরতে সমর্থ হচ্ছি না ও মনের শান্তি পাচ্ছি না।

दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि।
दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास॥

অর্থাৎ, অর্জুন বলছেন- তোমার দংষ্ট্রাকরালযুক্ত ও প্রজ্বলিত মুখ দেখে আমার দিগভ্রম হয়েছে, শান্তি পাচ্ছি না, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, তুমি প্রসন্ন হও।

एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी।
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य॥

অর্থাৎ, কেশবের এইসব বাক্য শুনে ভয়হেতু কিরীটধারী কম্পমান অর্জুন হাত জোড় করে অনেকবার প্রণাম করে গদগদভাবে শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বললেন।

स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च।
रक्षासि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः॥

অর্থাৎ, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন- হে হৃষীকেশ, তোমার কীর্তির দ্বারা জগৎ আনন্দিত ও অনুরাগী হয় আবার রাক্ষসরা ভীত হয়ে পলায়ন করে এবং সিদ্ধব্যক্তিরা তোমাকে প্রণাম করে।

এই শ্লোকগুলির মাধ্যমে ব্যভিচারিভাবসমূহ প্রতীতিগম্য হয়েছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিশ্বরূপদর্শনযোগে অদ্ভুতরসের সকল উপাদান বিদ্যমান। এখানে নানা ভাবসমূহ অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারিভাবের সংযোগে স্থায়িভাব বিস্ময়ের দ্বারা অদ্ভুত রস হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠক বা সহৃদয় এই রস উপভোগ করে। রসের উপাদানসমূহ পৃথকভাবে আস্বাদন করা যায় না। স্থায়িভাব সংস্কাররূপে সহৃদয়ের চিত্তে অবস্থান করে। বিভাব প্রভৃতি ভাবসমূহ সাধারণীকৃত হয়ে সহৃদয়ের চিত্ত থেকে বিঘ্নসমূহ দূরীভূত হয়ে রসের অভিব্যক্তি হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিশ্বরূপদর্শনযোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরিক রূপ বর্ণনার মধ্যে সুচারুভাবে অদ্ভুতরসের অবতারণা অতুলনীয়। আত্মতত্ত্বের উপদেশের মধ্যে অলৌকিক বিষয়ের বর্ণনা পাঠককে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠে আরোও আগ্রহী করে তোলে। এই অনন্ত ও অদ্ভুত বর্ণনা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি জাগ্রত করে। সহৃদয় বিশ্বরূপদর্শনযোগ অধ্যয়ন করার সময় মনের সমস্ত লৌকিক বিষয় বিগলিত করে শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক বর্ণনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে লোকোত্তর আনন্দ অনুভব করে অর্থাৎ অদ্ভুত রস আস্বাদন করে। বিশ্বরূপদর্শনযোগে শ্রীকৃষ্ণের আশ্চর্যময় মহিমা বর্ণনা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে একটি কাব্যিক রূপ দেয়। এটি পাঠ করে পাঠক ঐশ্বরিক আনন্দ অনুভব করে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিশ্বরূপদর্শনযোগে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনের প্রতি আশ্চর্যময় সমগ্র বিশ্বের রূপ দর্শন করে একদিকে যেমন শ্রোতা বা সহৃদয় অদ্ভুত রস আস্বাদন করে তেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বব্যাপকতা ও অসীমতা অনুভব করে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

বিশ্বরূপদর্শনযোগ সংস্কৃত সাহিত্যের অদ্ভুত রসের অনন্য দৃষ্টান্ত। এই অসাধারণ অলৌকিক বিষয়ের বর্ণনা গীতাকে কাব্যিক চেতনায় উন্নীত করে।

Conclusion

পরিশেষে বলা যায় যে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যেমন আমাদের জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপে আধ্যাত্মিক উপদেশ দেয় তেমনই সহৃদয় পাঠককে কাব্যিক আনন্দ উপলব্ধি করায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিশ্বরূপদর্শনযোগে শ্রীকৃষ্ণের আশ্চর্যময় দর্শনে অর্জুন বিস্ময়ে অভিভূত হয় এবং সেখান থেকে অদ্ভুতরসের নিষ্পত্তি হয়। এই অলৌকিক রূপ দেখে প্রথমে অর্জুনের মনে বিস্ময় ও ভয় উৎপন্ন হলেও পরক্ষণেই তার মনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি উৎপন্ন হয়। এই দর্শনে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অসীম শক্তি ও ব্যাপকতা অনুভব করে। আত্মতত্ত্ব উপদেশের মধ্যে অদ্ভুতরসের বর্ণনা সহৃদয় পাঠককে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠে আকর্ষিত করে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিশ্বরূপদর্শনযোগ অদ্ভুতরসের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বিশ্বরূপদর্শনযোগে এই অদ্ভুতরসের বর্ণনা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে সাহিত্যের রূপ দেয়।

References

অভয়চরণারবিন্দ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মুম্বই, 2020।

অড়গড়ানন্দজী, যথার্থ গীতা, শ্রী পরমহংস স্বামী অড়গড়ানন্দজী আশ্রম ট্রাস্ট, মুম্বাই 2020।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুরেশচন্দ্র, ভরত নাট্যশাস্ত্র, কলিকাতা নবপত্র প্রকাশন, ২০২১।

চট্টোপাধ্যায়, ড. জয়শ্রী, অলংকার সাহিত্যের সমৃদ্ধ ইতিহাস, কলিকাতা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ, ধ্বন্যালোক, কলিকাতা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০২১।

পাল, ড. বিপদভঞ্জন, কাব্যপ্রকাশ, কলিকাতা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।

স্বামী গম্ভীরানন্দ, উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী, কলকাতা উদ্বোধন কার্যালয়, ২০২১।

বসু, ড. অনিল চন্দ্র, দশরূপক, কলকাতা সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৮।

বসু, ড. অনিল চন্দ্র, অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, কলকাতা সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১২।

Tapadar, Dilip. সামাজিক জীবনে গীতার সাংখ্য-যোগের অবদান, SUSAMA : Multidisciplinary Research Journal, Vol. 1, Issue – 3, 2025.

Choubey, Abhirup. ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের মননে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, SUSAMA : Multidisciplinary Research Journal, Vol. 1, Issue – 3, 2025.

घोषः, सुरेशः रससूत्रम् – एकः विमर्शः, अ न्वी क्षा, VOL. XLV, 2023.

खांडा, मौमिता. रसतत्वनिरूपणे पण्डितराजजगन्नाथस्य विशेषत्वम्, अ न्वी क्षा, VOL. XLIV, PART – I, 2023.

মণ্ডল, দীপশ্রী. মনক্লেশ ও মুক্তির পথরেখাঃ – প্রসঙ্গ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, अ न्वी क्षा , VOL. XLIV, PART – II, 2023.

घडा, नीलाद्रि. श्रीमद्भगवद्गीतानुसारमाहाराभ्यासनियन्त्रणम् – एका पर्यालोचना वर्तमाने च तस्य प्रासङ्गिकता, VOL. XLVI, PART – I, 2024

All rights reserved. © 2026